পুরুষার্থ

ভারতবর্ষে নীতিবিদ্যা কোনদিনই অধিবিদ্যা নিরপেক্ষ হয়নি। সর্বদা একটি পরাতাত্ত্বিক আদর্শের পটভূমিতে মানুষের নৈতিকতাকে বিচার করা হয়েছে। যে আদর্শ আমাদের নৈতিকতার দিক্‌দর্শন করেছিল তারই নাম 'পুরুষার্থ'। পুরুষার্থগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কতকগুলি সামাজিক আদর্শ। তবে তার মধ্যে পরাতাত্ত্বিক আদর্শও স্থান পেয়েছে।

'পুরুষার্থ' শব্দটি এমন একটি আদর্শকে বোঝায় মানুষ যাকে লাভ করতে চায়। ব্যুৎপত্তিগতভাবে — যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য, যা আমরা চাই তাই পুরুষার্থ। চিরাচরিত ধারণা অনুসারে পুরুষার্থ চার প্রকার — ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি? মানুষ কি প্রার্থনা করে? বিভিন্ন আস্তিক দর্শন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সকলের মতেই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি মানুষের মুখ্য প্রয়োজন। তাই দেখা যায় যে প্রতিটি পুরুষার্থই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত। কাম, অর্থ ও মোক্ষ যে দুঃখকে নিবৃত্ত করে একথা অনস্বীকার্য। 'কাম' শব্দটি জৈব তৃষ্ণা নিবৃত্তিজনিত সুখকে বোঝায়। জৈব কামনা পরিতৃপ্ত হলে সুখ উৎপন্ন হয়। 'অর্থ' সাক্ষাৎভাবে সুখ উৎপাদন না করলেও তার দ্বারা কাম তৃপ্ত হয়। মোক্ষ সম্বন্ধে সকলেই স্বীকার করেন যে মোক্ষলাভে সকল

AI QUAD CAMERA
Shot by Rino

Scanned with CamScanner

দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। ধর্ম অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রণ করে সুখলাভকে সম্ভব করে। একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট। চারটি পুরুষার্থের সঙ্গে সুখের সম্বন্ধ একরকম নয়।

পুরুষার্থের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। অনেকের মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল। কোন কোন প্রাচীন রচনায় এই ত্রিবর্গকেই পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে চতুর্থ পুরুষার্থটি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ — এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়।

চার্বাক দার্শনিকদের কাছে 'কামই' একমাত্র পুরুষার্থ। 'অর্থ' কাম চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। যাঁরা ত্রিবর্গ স্বীকার করেন তাঁদের মতে শুধু অর্থ নয়, 'ধর্ম'ও কাম সিদ্ধির উপায় অর্থাৎ এই মতে 'কাম'ই আসল লক্ষ্য। যাঁরা চতুর্বর্গে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে 'মোক্ষ'ই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ধর্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষ লাভের উপায়। ত্রিবর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে অনেকে ধর্ম ও অর্থকে কামের তুলনায় শ্রেয় বলেছেন। আবার অনেকের কাছে কাম ও অর্থই শ্রেয়। কারও কারও দৃষ্টিতে ধর্মই একমাত্র শ্রেয়।

ধর্ম, অর্থ ও কামের পারস্পরিক গুরুত্বের কথা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিনটি পুরুষার্থের মধ্যে সকলেরই যে স্বরূপগত মূল্য আছে এমন নয়। জীবনের সার্বিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য এদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অসংযতভাবে অর্থ ও কাম চরিতার্থ করা উচিত নয়। তাদের ধর্মের দ্বারা সংযত করা প্রয়োজন। কাম ও অর্থলাভের সাধনা ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। 'ধর্ম' নৈতিকতাকে বোঝায়। সুতরাং ভারতীয় দার্শনিকদের মতে অর্থ ও কামের পথে ধর্মের নৈতিক নির্দেশ বাঞ্ছিত।

ত্রিবর্গ সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি কতকগুলি বিকল্প আদর্শ নয়। যে কোন মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য এগুলি সমস্তই অভিপ্রেত আদর্শ হওয়া উচিত। একথা অবশ্যই সত্য যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অর্থ, কাম ও ধর্ম লাভের প্রবৃত্তি আছে। তবে ত্রিবর্গের ধারণায় শুধু মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তির কথা বলা হয়নি। মানুষ অর্থ, কাম ও ধর্ম লাভে আগ্রহী একথা বলাই ত্রিবর্গের উদ্দেশ্য নয়, ত্রিবর্গের ধারণাটি মূল্যবোধক। মানুষের এই আদর্শগুলি অনুসরণ করা উচিত — একথাই এখানে বক্তব্য। ত্রিবর্গ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বর্ণনা নয়। ত্রিবর্গ মানুষের আদর্শ। যাই হোক, বিভিন্ন দর্শনে ও পুরাণে ধর্মার্থকামমোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

উল্লিখিত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ পরমপুরুষার্থরূপে চিহ্নিত হয়েছে। একথার সরল তাৎপর্য এই যে **প্রথম তিনটি পুরুষার্থ মোক্ষের অভিমুখী হলে তবেই মূল্যবান বলে গণ্য হয়। তাই তারা গৌণ অর্থে মানুষের ইপ্সিত।** একটি বিশেষ অর্থে তারা মোক্ষের অভিমুখী হতে পারে। অর্থ ও কামের সাধনা আপাতদৃষ্টিতে মোক্ষের পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু ধর্মবোধের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কামের সাধনা মানুষের চিত্তকে নিষ্কলুষ করে এবং তাকে মোক্ষ সাধনার উপযোগী করে তোলে। এদের তুলনায় **মোক্ষ স্বরূপতঃ কাম্য। মোক্ষ তাই পরমপুরুষার্থ।** ধর্ম, অর্থ ও কাম মানুষের প্রেয় হতে পারে, কিন্তু মোক্ষই একমাত্র শ্রেয়।

Scanned with CamScanner